কুবিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু ৩০ জানুয়ারি, কমল ১৪০টি আসন

কুবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা কমছে ১৪০টি। ফলে পূর্বের ১ হাজার ৩০টি সাধারণ আসন থেকে কমে এবার আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯০টি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশনা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তরের অ্যাকাডেমিক শাখা সূত্রে জানা যায়, ছয়টি অনুষদের অধীনে কুবিতে মোট বিভাগ রয়েছে ১৯টি। এর মধ্যে ছয়টি বিভাগকে ল্যাবভিত্তিক ধরে আসন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০টি করে। বিভাগগুলো হলো— পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ফার্মেসি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই), ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) এবং প্রত্নতত্ত্ব। এর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ফার্মেসিতে আগে থেকেই ৪০টি করে আসন ছিল।

বাকি চার বিভাগে ৫০টি করে আসন থেকে ১০টি কমিয়ে ৪০টি করা হয়েছে। ফলে এই চার বিভাগে কমছে মোট ৪০টি আসন।

অন্যদিকে, বাকি ১৩টি ল্যাববিহীন বিভাগে ৫০টি করে আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পরিসংখ্যান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং আইন বিভাগে আগে থেকেই ৫০টি আসন ছিল।

তবে বাকি ১০টি বিভাগে ৬০টি করে আসন থেকে কমিয়ে ৫০টি করা হয়েছে। এতে কমছে

মোট ১১০টি আসন।

এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০তম জরুরি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সভায় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী— আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি সকাল ১১টায় ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা, ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় এবং একই দিনে বিকাল তিনটায় ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৫-৩০ নভেম্বরের মধ্যে ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংবলিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এর আগে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ৮৯তম অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল মিটিংয়ে ইউজিসির নির্দেশনা মেনে ল্যাববেইজ এবং ল্যাববিহীন ক্যাটাগরিতে আসন সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি নতুন অর্গানোগ্রামে (প্রক্রিয়াধীন) আরো ১৮টি বিভাগের অন্তর্ভুক্তি, চারটি ইনস্টিটিউট চালু, এছাড়া ১২টি বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর সুপারিশ করা হয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার

হোসেন বলেন, ‘ইউজিসির নির্দেশনা ছিল আসন সংখ্যা কমানোর। সেই অনুযায়ীই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ল্যাববেজড ও ল্যাববিহীন দুটি ক্যাটাগরিতে ডিপার্টমেন্টগুলোতে সিট কমানো হয়েছে।’